পঞ্চম সর্বোচ্চ বরাদ্দ বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) বৈঠক হলো 'ভার্চুয়ালি'। করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এনইসি সভার সভাপতিত্ব করেন। গত ১৯ মে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্যে ১ হাজার ৫৮৪টি প্রকল্পে ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকার ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

বৈঠক শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের জানান, সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া ১০টি খাতের মধ্যে পঞ্চম সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়েছে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত। এই খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৭ হাজার ৩৮৯ কোটি টাকা। তবে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মোট বরাদ্দ ১৮ হাজার ৪৪৮ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৮ দশমিক ৯৯ শতাংশ

মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ২০০ কোটি টাকার অপচয় রোধ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত প্রান্তিক পর্যায়ে ৫০ লাখ উপকারভোগীর মধ্যে ৮ লাখের হদিস মেলেনি। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ, বিকাশ, রকেট ও শিওরক্যাশের মাধ্যমে করোনাকালের ঈদ বোনাসের ২ হাজার ৫০০ টাকা করে প্রদানের সময় এই ভুয়া হিসাবগুলো শনাক্ত হয়েছে। এতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ২০০ কোটি টাকা অপচয় থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডাটাবেজ সংরক্ষণ না করা হলে এই ৮ লাখ মানুষের টাকা ভূতের পেটে যেতো বলে মন্তব্য করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। তিনি বলেছেন, উপকারভোগীর ডাটাবেজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরীক্ষা করেই ৮ লাখ ভুয়া তালিকা পাওয়া গেছে। এভাবেই ডিজিটাইজেশনের সরাসরি সুবিধাটি অনুধাবন করুন

দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৫ কোটি!

করোনার প্রভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারে দশ কোটির মাইলফলক পেরিয়েছে বাংলাদেশ। বিটিআরসি'র সর্বশেষ মাসিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর পরিসংখ্যানে। হিসাব বলছে, মার্চ শেষে দেশে মোট সক্রিয় সিমের সংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৫৩ লাখ। এর মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৯ কোটি ৫১ লাখ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ৮ মার্চ লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে মোবাইল ইন্টারনেটের দখলে থ াকা দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারে ব্রডব্যান্ডের প্রসার হয়েছে লক্ষণীয়ভাবে। জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারিতে এক মাসের ব্যাবধানে মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ বেড়েছে ৯ লাখ ৩২ হাজার।

কেবল মোবাইলেই নয়, কভিড-১৯-এ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে সতর্কতার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে ব্রডব্যান্ডের সংযোগ। ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় মার্চে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ বেড়েছে ৩১ দশমিক ১০ শতাংশ। এক মাসের ব্যবধানে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ২৩ লাখ ৪১ হাজার সংযোগ। মোট সংযোগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮০ লাখ ৮৪ হাজার। বছরের শুরুতেও এই সংখ্যাটা ছিল মাত্র ৫৭ লাখ ৪৩ হাজার। ফেব্রুয়ারিতেও সংখ্যাটা ছিল একই। অর্থাৎ বছরের প্রথম দুই মাসে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নতুন সংযোগ যুক্ত হয়নি একটিও।

অথচ লকডাউনে দেশ যখন স্বেচ্ছা ঘরবন্দিতে তখন অফিস, ব্যবসায়, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং বিনোদন সবই হয়ে পড়ে ইন্টারনেটনির্ভর। এক্ষেত্রে গতি আর সাশ্রয়ে গ্রাহকেরা ঝুঁকে পড়েন ব্রডব্যান্ডে। যার প্রভাব পড়েছে লাকডাইনের প্রথম ২৩ দিনের মধ্যেই। এ অবস্থাকে দুর্যোগেই ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের বন্ধুত্বতার শক্তি হিসেবে দেখছেন খাত-সংশ্লিষ্টরা।

এ বিষয়ে ইন্টারনেট সেবাদাতাদের সংগঠন আইএসপিএবি মহাসচিব ইমদাদুল হক বললেন, ব্রডব্যান্ডের সংযোগ ৩১ দশমিক ১০ শতাংশ বাড়লেও এর ব্যবহারকারী বেড়েছে অন্তত ৫ গুণ। কেননা, একটি বাসায় কেবল একটি সংযোগ কমপক্ষে ৫ জন ব্যবহার করেন। অফিস আর বাসা মিলালে একটি ব্রডব্যান্ড সংযোগ গড়ে অন্তত ৭ জন ব্যবহার করে থাকেন। তবে অফিসের হিসেব বাদ দিলেও লকডাউনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ কোটির কম নয়। আমাদের অভিভাবক নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির কঠোর পর্যবেক্ষণ এবং কয়েকটি অপারেটর দ্বারা অনুচিত প্রতিযোগিতা রোধ করে এই বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে বলে প্রত্যাশা করছি

উচ্চগতির ফাইবার সংযোগ বাড়াতে তাগিদ দিলেন টেলকম মন্ত্রী

প্রচলিত প্রযুক্তির পরিবর্তে উচ্চগতির ফাইবারভিত্তিক কানেকটিভিটি বাড়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। গত ১৭ মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস উপলক্ষে দেয়া এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক করোনাভাইরাস কভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষকে সংযুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে। নিত্যব্যবহার্য পণ্যের হোম ডেলিভারি, কভিড-১৯ ও সাধারণ স্বাস্থ্য পরামর্শের জন্য টেলিমেডিসিনসেবা, ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম, ভিডিও কনফারেন্স, অনলাইন প্রশিক্ষণ, দূর-শিক্ষণ কার্যক্রম, ভিডিও স্ট্রিমিং ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে ই-কমার্স, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাখাত ও আবাসিক ব্যবহারকারীদের জন্য পারস্পরিক সংযুক্তি অপরিহার্য হয়ে

উঠেছে। এ কারণে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের চাহিদা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ সফলভাবে এ চাহিদা পূরণ করছে। দেশব্যাপী বিস্তৃত শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এ সংযুক্তি সুনিশ্চিত হয়েছে।

তিনি বলেন, আগামী বছরগুলোতে যেকোনো মহামারী প্রতিরোধে সংযোগ চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রচলিত প্রযুক্তির পরিবর্তে উচ্চগতির ফাইবারভিত্তিক কানেকটিভিটি বৃদ্ধি করতে হবে। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে টেলিমেডিসিন সেবা, দূরশিক্ষণ, অনলাইন প্রশিক্ষণ, মহামারী আক্রান্ত এলাকা নির্ধারণ, সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তির তালিকা তৈরি প্রভৃতি খাতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ও বিগডাটা প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া ই-কমার্স, আউটসোর্সিং, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও স্ট্রিমিং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের ধারণ ক্ষমতা ও সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ৫-জি নেটওয়ার্ক এখন সময়ের দাবি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে ৫-জি প্রযুক্তি চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ৫-জির জন্য টেলিকম কর্মকর্তাদের দক্ষ ও সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। সবার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থার মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অগ্রগামী হবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন

সবার জন্য তৈরি হচ্ছে 'অনলাইন এডুকেশন প্লাটফর্ম'

করোনা দুর্যোগে সংকটে থাকা শিক্ষাব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে টেলিভিশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক প্লাটফর্ম গড়ে তোলার পাশাপাশি শিশুর অভিজ্ঞতাকে শিক্ষণের সাথে সংযুক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন শিক্ষাবিদেরা। সেই সূত্র ধরেই এবার ভিন্ন ধরনের একটি 'অনলাইন এডুকেশন প্লাটফর্ম' তৈরি করছে সরকার। রেডিও, টেলিভিশন ও অনলাইনের পাশপাশি এতে মোবাইলে শিক্ষা কার্যক্রম যুক্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: ফসিউল্লাহ।

গত ১৯ মে গবেষণা সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং-সানেমের করোনাকালীন শিক্ষাবিষয়ক অনলাইন বৈঠকে এ তথ্য জানান তিনি।

সানেমের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হানের পরিচালনায় অনলাইন সংযোগে আলোচক হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, গণসাক্ষরতা অভিযান নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: আহসান হাবীব প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মো: ফসিউল্লাহ বলেন, করোনাকালীন সময়ে টিভিতে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এটুআই এবং আইসিটি বিভাগ সম্মিলিতভাবে আমরা একটি এডুকেশন ইউনিক প্লাটফর্ম করছি। সেখানে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা ফোন করে বিনা পয়সায় শিক্ষা সেবা নিতে পারবে। পছন্দের শিক্ষকের সাথে কথা বলতে পারবে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষার্থীকে কোনো টোল দিতে হবে না। এজন্য সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের ৯৭ শতাংশের হাতেই মোবাইল ফোন আছে। ফোনগুলোতে রেডিও অপশন আছে। ইউনেস্কোর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় রিমোট লার্নিংয়ের উপযোগী কনটেন্ট তৈরি করতে উদ্যোগ নিয়েছি। খুব দ্রুতই এ প্লাটফর্ম তৈরি হলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দের শিক্ষককে ফোন করে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে পারবে

বৈশ্বিক বাজারে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছাতে নীতিগত সুবিধায় সোচ্চার ই-ক্যাব

ক্রস বর্ডার ই-কমার্স সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বাণিজ্য নীতিতে রপ্তানি ক্ষেত্রে বি টু বি অ্যাপ্রোচ থেকে বি টু সি অ্যাপ্রোচে সুযোগ চেয়েছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভোক্তার কাছে সরাসরি পণ্য পৌঁছাতে নীতিগত সুবিধায় সোচ্চার ই-ক্যাব সদস্যরা। অবশ্য ইতোমধ্যেই বিষয়টি আমলে নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য এলসি ছাড়াই রপ্তানি সুবিধা যুক্ত করেছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের অধীন ডব্লিউটিও সেল মহাপরিচালক হাফিজুর রহমান। তবে এ জন্য সিসিআইএন্ডডির অনুমতির প্রয়োজন হয় বলে জানান তিনি।

গত ৩০ মে রাতে করোনাপরবর্তী অ্যামাজনে ক্রস বর্ডার বিজনেস অপরচুনিটি নিয়ে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) ক্রস বর্ডার ট্রেড স্ট্যান্ডিং কমিটির অনলাইন বৈঠকে এসব কথা উঠে আসে। ভার্চুয়াল এই বৈঠকে ই-ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ তমাল, অ্যামাজন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার পিংকি ভট্টাচার্য, অ্যামাজন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র ম্যানেজার সুমিত, পেওনার এর সাউথ এশিয়ার টিম লিডার অমিত আরোরা, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) সমন্বয়ক শফিক জামান এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ডব্লিউটিও সেল মহাপরিচালক হাফিজুর রহমান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ই-ক্যাব ক্রস বর্ডার ট্রেড স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান আহসান হাবিব। বৈঠকের একপর্যায়ে বাংলাদেশের ক্রস বর্ডার বিজনেসের জন্য সরকারের পলিসি পরিবর্তনের কথাও উঠে আসে এই ওয়েবিনারে। ভোক্তার কাছে সরাসরি পণ্য পৌঁছতে ভারত ও অন্যান্য দেশের মতো ডিজিটাল ব্যবসায় বিদ্যমান বাধা অপসারণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন পাঠে মানসিকতা বড় বাধা : শিক্ষামন্ত্রী

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন পাঠে 'মানসিকতা' বড় বাধা বলে মনে করছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। অপরদিকে ডিজিটাল সরঞ্জাম ও ইন্টারনেটের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহ রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আয়োজনে গত ২৯ মে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল আলোচনায় এসব তথ্য উঠে আসে। অনলাইন এই আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক সাদেকা হালিম। অনলাইন ক্লাস চালুর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যন্ত্রপাতি ও ইন্টারনেটের ব্যবস্থা না থাকায় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী অনলাইন পাঠে অনাগ্রহী বলে জানান তিনি।

আলোচনায় অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক দেলাওয়ার হোসেন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক কাবেরী গায়েন, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক তানিয়া হক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আইনুল ইসলাম ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের দেবাশীষ কুন্ডু প্রমুখ। ভার্চুয়াল এ আলোচনায় যোগ দিয়ে অনলাইনে ক্লাস নেয়ার প্রসঙ্গ টেনে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেন, 'আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে ডিজিটালাইজেশন, বিশেষ করে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ডিজিটালাইজেশন প্রয়োজন ছিল, সেই ডিজিটালাইজেশন হয়নি। তার থেকে বড় কথা আমাদের মাইন্ডসেটটা কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। আমি সেখানে দেখছি, সব থেকে বড় বাধা।'

এ সময় নতুন বাস্তবতাকে ধরে নিয়ে এগোনোর পরামর্শ দিয়ে এই সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ওঠার পরামর্শ দেন শিক্ষামন্ত্রী

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত ই-ক্যাব উপদেষ্টা মমতাজ বেগম

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ই-ক্যাব উপদেষ্টা অধ্যাপক মমতাজ বেগম। ধানমন্ডি মসজিদে জানাজা শেষে জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এবং মুক্তিযোদ্ধাকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গত ১৬ মে রাত ১২.২০ মিনিটে ধানমন্ডির (নর্থ রোড) নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মমতাজ বেগম। তিনি ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক শোকবার্তায় মুক্তিযুদ্ধে এই নেত্রীর অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্বীয় কর্মের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন তিনি।

নারী উন্নয়নে তার অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে উল্লেখ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, তার মৃত্যুতে দেশ নারীর ক্ষমতায়নে একজন বীর সেনানীকে হারাল। তার শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়।

অপরদিকে ই-ক্যাব সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ তমাল শোক জানিয়ে বলেন, তার কর্মময় জীবন জাতির জন্য অনুপ্রেরণামূলক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একজন গুণী ও ত্যাগী মানুষকে আমরা হারালাম। ই-ক্যাব হারাল একজন অভিভাবক

ই-প্লাজায় বিক্রি বেড়েছে ৫ গুণ

অনলাইনের ই-প্লাজা থেকে পণ্যভেদে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড় দিয়েছে দেশের ইলেকট্রনিক্স ও প্রযুক্তিপণ্যের শীর্ষ ব্র্যান্ড ওয়ালটন। ফলে ই-প্লাজায় ওয়ালটন পণ্যের বিক্রি আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

জানা গেছে, চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি দুই মাসের চেয়ে মার্চ ও এপ্রিল মাসে অনলাইনের ই-প্লাজার (https://eplaza.waltonbd.com) মাধ্যমে পাঁচগুণেরও বেশি পণ্য বিক্রি হয়েছে ওয়ালটনের। আর মে মাসের প্রথম ১০ দিনে মার্চ ও এপ্রিলের মোট বিক্রি ছাড়িয়ে গেছে।

এদিকে ই-প্লাজা থেকে কেনাকাটায় পণ্যভেদে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিচ্ছে ওয়ালটন। নগদ ক্রয়ের পাশাপাশি রয়েছে জিরো ইন্টারেস্টে ১২ মাসের ইএমআই সুবিধা। এমনকি ৬ মাসের ইএমআই সুবিধায় পণ্য কেনায় ৫ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে ওয়ালটন। ই-প্লাজা থেকে কেনা পণ্যের মূল্য ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং যেমন বিকাশ, রকেট, নগদ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। আছে ক্যাশ অন ডেলিভারির সুবিধা।

ওয়ালটনের নির্বাহী পরিচালক মো: তানভীর রহমান জানান, লকডাউন চলাকালে অনলাইন কেনাকাটায় সবচেয়ে বেশি চাহিদা বেড়েছে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের। এরপর রয়েছে রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, কমপিউটার ও এক্সেসরিজ, এয়ার কন্ডিশনার এবং ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন বেশিরভাগ মানুষকে নিজেই ঘরের কাজ করতে হচ্ছে। এজন্য চাহিদা বেড়েছে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের। একসাথে বেশি পরিমাণ বাজার করে সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। যার জন্য অনলাইন কেনাকাটায় ফ্রিজের চাহিদা বেড়েছে। আর ঘরে বসে বিনোদন, যোগাযোগ ও জরুরি কাজের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে মানুষ টিভি, মোবাইল ফোন, কমপিউটার ইত্যাদি পণ্য কিনছেন। ওয়ালটন ই-প্লাজার বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার এস এম সাকিবুর রহমান জানান, ই-প্লাজা থেকে ফ্রিজ, টিভি, এসি, মোবাইল ফোন এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্স কেনায় ফ্ল্যাট ১০ শতাংশ মূল্যছাড় দেয়া হচ্ছে। আর কমপিউটার, ল্যাপটপ এবং কমপিউটার যন্ত্রাংশে দেয়া হচ্ছে ১৫ শতাংশ ছাড়

আইসিটি খাতের বিকেএসপি হবে শিবচরে

সাকিব আল হাসানের মতো বাংলাদেশ থেকেই তথ্যপ্রযুক্তির অলরাউন্ডারের খোঁজে আইসিটি খাতের বিকেএসপি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে আইসিটি বিভাগ। এজন্য পদ্মারে ওপারে শিবচরে ৭০ একর জায়গা নিয়ে 'শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট ফর ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি' নামে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। গত ১৬ মে রাতে অনুষ্ঠিত এক ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠানে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, সেখানে ২০৪১ সালের পৃথিবী এবং বাংলাদেশ যেমনটা হবে, সেখানে প্রযুক্তি খাতে কারা নেতৃত্ব দেবে, অর্থাৎ আজকের সাকিব আল হাসান যেমন বিকেএসপি থেকে এসে বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার হয়েছে এ রকমভাবে হয়তো আগামীতে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট ফর ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি হবে আমাদের আইসিটি খাতের বিকেএসপি

কোভিডে টেলিকম খাতে আয় কমেছে ৩০ শতাংশ : অ্যামটব সভাপতি

সাইবার আক্রমণ এবং ডাটা প্রতারণাকে টেকসই ওয়ার্ক ফ্রম অফিস রূপান্তরের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন রবি আজিয়াটার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মোবাইল ফোন অপারেটরদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশের (অ্যামটব) সভাপতি মাহতাব উদ্দিন আহমেদ।

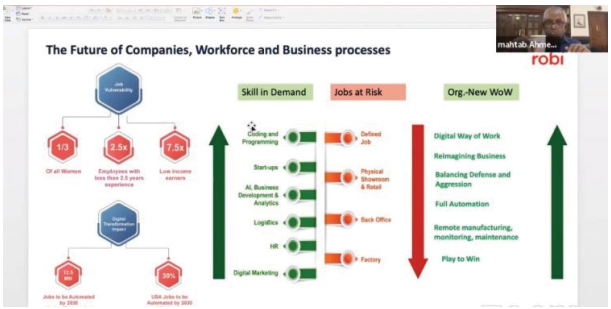

তবে কভিড-পরবর্তী সময়েও হোম অফিস চাহিদা অব্যাহত থাকবে বলে মত দিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে অফিস ব্যয়, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রিয়েল স্টেটের চাহিদা, যাতায়াত ও পরিবহনের ওপর চাপ যেমন কমবে একই সাথে বায়ুদূষণের পাশাপাশি ব্যংকঋণ চাহিদাও কমবে। সব মিলিয়ে একটি স্বাস্থ্যবান্ধাব জীবনের আহ্বান লক্ষ্য করা যাবে বলেও মনে করছেন রবি প্রধান নির্বাহী।

গত ৩০ মে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএমসিসিআই) আয়োজিত সিরিজ ওয়েব আলোচনার প্রথম পর্বের প্রধান বক্তা হিসেবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় এমন ধারণা দিয়েছেন তিনি। এ সময় তিনি করোনা উদ্ভূত ১০টি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেন। মাহতাব আহমেদ বলেন, আপাত দৃষ্টিতে টেলিকম খাত ভালো ব্যবসায় করছে ভাবা হলেও মূলত ডিজিটাল ওয়ালেটে অ্যাকসেস না থাকার কারণে রিচার্জ সমস্যায় পড়েন গ্রাহকেরা। এর ফলে ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত আয় কমেছে। লকডাউন ছুটির কারণে গ্রামাঞ্চলের ৫০-৭০ শতাংশ রিসেলার কাজ করতে পারেনি। তিনি জানান, মহামারীতে দেশে রিমোট অফিস অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে জুম, স্কাইপ, টিমভিউয়ার এবং মাইক্রোসফট টিমের ব্যবহার নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। গুগল মোবিলিটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে রিটেইল অ্যান্ড রিক্রিয়েশন কমেছে ৭৫ শতাংশ। পরিবহন ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে ৭২ শতাংশ এবং গ্রোসারি ও ফার্মেসিতে যাতায়াত কমেছে ৫৪ শতাংশ। তবে ওটিটি অ্যাপের ব্যবহার বেড়েছে। এক্ষেত্রে দৈনিক ইউটিউব স্ট্রিমিং বেড়েছে ৬৮ শতাংশ এবং ফেসবুক লাইভ বেড়েছে ৩৪ শতাংশ। অপরদিকে প্রতিদিন ইমোর ব্যবহার ৬৭ শতাংশ, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার ২০ শতাংশ এবং হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার বেড়েছে ৯ শতাংশ

২০২১ সালে জিডিপির ৭.২ শতাংশ আসবে আইসিটি খাত থেকে : পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জানিয়েছেন, আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্লকচেইন প্রযুক্তির প্রয়োগ করা হবে। সেই লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই একটি নীতিমালা তৈরি করেছে আইসিটি বিভাগ। গত মার্চে এই নীতিমালাটি তৈরি করা হয়। এই নীতিমালা অনুযায়ী দেশে খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানো, ভূমি ব্যবস্থাপনা, রেমিট্যান্স, স্বাস্থ্য খাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে, স্মার্ট সিটি ও ই-কোর্ট, ব্যাংকিং, ই-কমার্স, উদ্ভাবনী সেবা এবং সরকারি ই-সেবায় ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

গত ৩১ মে রাতে 'ব্লকচেইন ইন বাংলাদেশ : পলিসি রোডম্যাপ ফর ইনোভেশন অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন' শীর্ষক ওয়েবিনারে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা জানান তিনি। ওয়েব বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ব্লক চেইন গবেষণা ও উন্নয়নে আইসিটি বিভাগের স্টার্টআপ প্রকল্প থেকে সহায়তা করার ঘোষণা দেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী।

আইসিটি বিভাগ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসায়ে কাটিং এজ টেকনলোজির ব্যবহারে নিশ্চিত করবে এবং এর মাধ্যমে ২০২১ সালে এই খাত থেকে জিডিপিতে ৭.২ শতাংশ আয় আসবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন জুনাইদ আহমেদ পলক। বৈঠকে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেদারল্যান্ডসের লাইডেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক ব্যারিস্টার মোরশেদ মান্নান, আইসিটি বিভাগের নীতিবিষয়ক উপদেষ্টা সামি আহমেদ প্রমুখ এই অনলাইন সভায় বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, ডাকসু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আরিফ ইবনে আলী অনলাইন এই বৈঠকে সংযুক্ত ছিলেন।

ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করেন ডাকসুর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সম্পাদক শাহরিমা তাজনিন আর্নি এবং ডাকসুর ল অ্যান্ড পলিটিকস রিভিউ এর প্রধান সম্পাদক মো: আজহার উদ্দিন ভুঁইয়া

ই-কমার্সবান্ধব হচ্ছে কমপিউটার সমিতির ওয়েবসাইট

ই-কমার্স ব্যবসায় মনোযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি। এজন্য সমিতির ওয়েবসাইট ঢেলে সাজানো হচ্ছে। সেই ধারায় সমিতির ব্যবসায়ীদের খাপ খাইয়ে নিতে প্রযুক্তি পণ্য নির্মাতা (ওইএম) প্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শে ওয়েবিনিয়ারে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেছে।

গত ২৯ মে সন্ধ্যায় 'ইন্ট্রোডাকশন টু ই-কমার্স বিজনেস' শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুরুতে এমনটাই জানিয়েছেন বিসিএস সভাপতি শাহিদ-উল-মুনীর।

তিনি বলেন, বিশ্বায়নের যুগে ই-কমার্স এখন ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে প্রতিনিয়ত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ক্রেতারা ই-কমার্সের উপর ভরসা করতে শুরু করেছে। উন্নত দেশগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সিংহভাগ অনলাইনে কেনাকাটা করে। আমরা যদি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসায় গ্রাহকদের চাহিদা অনুসারে দ্রুত এবং বিশ্বস্ত সেবা প্রদান করি তাহলে শিগগিরই এই খাতে আমরা আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবো। দৃশ্যমান স্টোরের পাশাপাশি ই-কমার্স সেবার মাধ্যমে সারা দেশে গ্রাহক বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। বিসিএস সদস্যদের জন্য এই প্রশিক্ষণ সময়োপযোগী

করোনাকালে ডিজিটাল প্লাটফর্মে সেবা নিয়েছেন ১১ কোটি মানুষ

করোনাকালে গত দুই মাসেরও কম সময়ে ৮৫ লাখ ২৮ হাজারের বেশি মানুষ ভিজিট করেছে করোনাডটগভডটবিডি ওয়েব পোর্টাল। সাহায্য পেতে ৩৩৩ নম্বরে কল করেছেন ৭৪ লাখ ১৭ হাজারের বেশি। প্রবাসবন্ধু কলসেন্টারে স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়েছেন ৭৮ জনের বেশি ডাক্তার, কল গ্রহণ করা হয়েছে ২ লাখ ২৪ হাজার। এখান থেকে সৌদি আরবের ২২ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে।

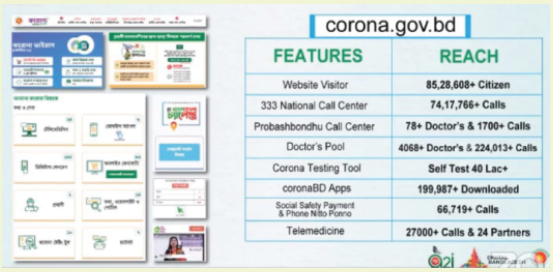

শেয়ারিং প্লাটফর্ম ডক্টরস পুল এর মাধ্যমে দেশের ৪ হাজার ৬৮ জন ডাক্তার স্বেচ্ছায় ২ লাখ ২৪ হাজারের বেশি ফোন কলে বিনামূল্যে সেবা দিয়েছেন। করোনা টেস্টিং টুলের মাধ্যমে ঘরে বসেই নিজে নিজে করোনার উপসর্গ পরীক্ষা করেছেন ৭০ লাখ ব্যক্তি। টেলিমেডিসিন সেবায় যুক্ত হয়েছেন ২৪ জন অংশীদার এবং কল গ্রহণ করেছেন ২৭ হাজার। ২০ লাখ বারের মতো ডাউনলোড হয়েছে করোনাবিডি অ্যাপস। সামাজিক নিরাপত্তার অধীনে সাহায্য পেতে কল গ্রহণ করা হয়েছে ৬৬ হাজার।

শিক্ষার্থীদের অনলাইনেই শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনায় দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগের পাশপাশি অনলাইনে করোনা সচেতনতা গড়ে তুলতে ৪০টির মতো অংশীদারের মাধ্যমে ১২৬১টি অডিও ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে ১১ কোটি মানুষকে সচেতন করেছে আইসিটি বিভাগের করোনাকালীর নানা উদ্যোগ।

সঠিক তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ভুল তথ্য ছড়ানো রোধ এবং ডিজিটাল সেবার সুযোগ তৈরিতে আইসিটি বিভাগ বেসরকারি খাত, অংশীজন এবং সংবাদকর্মীদের নিয়ে ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাপ্রোচে কাজ করে এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করেছে এবং সেবাটি অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

বাজারে গিগাবাইট অরাস লিকুইড কুলার ২৪০

আধুনিক কমপিউটারের প্রসেসর এবং সিপিইউ হিটসিংকের বিষয়টি বিবেচনা করে ‘গিগাবাইট অরাস লিকুইড কুলার ২৪০’ মিমি রেডিয়েটরের ছোট সংস্করণ বাজারে এনেছে গিগাবাইট।

১৩,৫০০ টাকা মূল্যেও এই লিকুইড কুলিং বা ওয়াটার কুলিং সিস্টেম প্রসেসরের জন্য রেডিয়েটর হিসেবে কাজ করে। যেখানে প্রসেসর থেকে এটি তাপ শোষণ করে পিসির বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য অনেক দক্ষ একটি সিস্টেম। সাধারণত তিন ধরনের লিকুইড কুলিং সলিউশন রয়েছে। এআইও (অল-ইন-ওয়ান), কিটস এবং কাস্টম ওয়াটার কুলিং। এখানে সব থেকে সহজ সলিউশন হিসেবে আছে এআইও (অল-ইন-ওয়ান)। অল-

ইন-ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারী শুধু ম্যানুয়ালটি অনুসরণ করেই সেটআপ করে নিতে পারবেন।

মাল্টিকোর সিপিইউ এবং হাইয়ারকি ক্যাকুলেশনে যুগে হাই-অ্যান্ড বিল্ডগুলোর পক্ষে আদর্শ উপাদান। তবে ফাস্ট ক্লক স্পিড অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন করতে পারে যা কার্য সম্পাদনকে স্লো করে তলে। এটি সিপিইউ কুলিংকে আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে, তাই অরাস লিকুইড কুলারগুলো সর্বশেষ প্রজন্মের সিপিইউ দ্বারা উৎপন্ন তাপটি পরিচালনা করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। ২৪০ মিমি স্টেবল রেডিয়েটরের সাথে ৬টি অন্যান্য রঙিন এলসিডি ডিসপ্লে সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজএবল আরজিবি ফিউশন ২.০ ফ্যানসহ বহু প্রশস্ত আলোর ডুয়েল ১২০ মিমি উচ্চ বায়ুপ্রবাহ স্থির উইন্ডফোর্স রেডিয়েটর অনুকূলিত পিডব্লিউএম (pwm) অনুরাগীদের জন্য আল্ট্রা টেকসই ডুয়াল বল বিয়ারিং ফ্যান ডিজাইনসহ ইন্টেল আইঌ-৯৯০০কে এর কোর ৫ গিগাহার্টজ প্রস্তুত। সিপিইউ সকেট সমর্থন করে ইন্টেল ২০৬৬, ২০১১, ১৩৬৬, ১১৫১, ১১৫০ এবং এএমডি টিআর ৪, এএম ৪

খুব শিগগিরই এয়ারটেলের অডিট : বিটিআরসি চেয়ারম্যান

গত ১৯ মে নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিরীক্ষা দাবির সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার মধ্যে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী দুই কিস্তির শেষ কিস্তির টাকা জমা দিয়েছে গ্রামীণফোন। বিটিআরসি অফিসে গিয়ে চেয়ারম্যান জহুরুল হকের কাছে পে-অর্ডার হস্তান্তর করেন গ্রামীনফোনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এ সময় বিটিআরসি ভাইস প্রেসিডেন্ট সুব্রত রায় মৈত্র উপস্থিত ছিলেন। এরপর বিটিআরসির জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন খাঁনের সঞ্চালনায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিটিআরসি চেয়ারম্যান ও গ্রামীণফোন সিইও বকেয়া পাওনার এই চেক জমা দেয়ার তথ্য প্রকাশ করেন।

বকেয়া দাবির বাকি টাকা বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিটিআরসি চেয়ারম্যান জহুরুল হক বলেন, উভয় পক্ষ একসাথে বসে একটি সিদ্ধান্তে আসা হবে। হিসাবে কমবেশি হলে, গরমিল থাকলে সঠিক তথ্য দিলে মেনে নেব। এখানে রি-অডিট করার প্রশ্নই আসে না। তিনি আরো বলেন, বিটিআরসি চাঁদাবাজ না, আইন সংগত যা পাওনা তাই দাবি করা হয়। আর এটি রাষ্ট্রীয় অর্থ, জনগণের অর্থ। করোনা ক্রান্তিলগ্নে ১০০০ কোটি টাকা জমা দেয়ায় সরকারের উপকারে আসবে।

সময়ের আগেই বিটিআরসিতে টাকা জমা দেয়ায় গ্রামীণফোনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিটিআরসি চেয়ারম্যান বেলেন, গ্রামীণফোনের বর্তমান সিইওর সাথে ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে এবং ভালোভাবে কাজ শুরু করা হয়েছে। যেসব এনওসি বন্ধ ছিল তার অনুমোদন দেয়া শুরু হয়েছে এবং তা খুব দ্রুত এ অনুমোদন দেয়া হচ্ছে।

ইতোমধ্যেই বাংলালিংকের অডিট শুরু হয়েছে জানিয়ে খুব শিগগিরই এয়ারটেলের নিরীক্ষা শুরু হবে বলেও জানান বিটিআরসি প্রধান। তিনি বলেন, সব অপারেটরের অডিট করব।

গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান বলেন, আইন মেনে চলা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছি এবং দ্বিতীয় কিস্তির চেক সময়ের আগেই আজ বিটিআরসিতে জমা দিলাম। প্রথম কিস্তির টাকা জমা দেয়ার পরপরই বিটিআরসির কাছ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা পেয়ে আসছি। আমাদের যন্ত্রপাতি আসা শুরু হয়েছে

৫ হাজার মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেবে সরকার

নতুন পাঁচ হাজার টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

গত ১৭ মে রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে করোনা মোকাবিলায় ২ হাজার বেডের অস্থায়ী হাসপাতাল কেন্দ্র উদ্বোধনকালে তিনি বলেছেন, ‘মাত্র ১০ দিনের মধ্যে ২ হাজার চিকিৎসক ও ৫ হাজার নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চিকিৎসা খাতকে আরও শক্তিশালী করতে আরও নতুন অন্তত ৫ হাজার মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের কাজ চলমান রয়েছে। খুব দ্রুতই এই টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ দেয়া হবে।’

তিনি জানান, করোনা মোকাবিলায় দেশে প্লাজমা থেরাপির কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি আমেরিকার উৎপাদিত ওষুধ রেমডেসিভির এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং সরকারের নিকট এই ওষুধ মজুদ করা হচ্ছে

পর্যটনে তথ্য ও প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কর্মশালা

করোনাভাইরাস মহামারীতে সারা বিশ্বের পর্যটন শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের পর্যটনকর্মী ও পর্যটনের সাথে যুক্ত সবাই আগামী দিনে কীভাবে সহজে তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স ও সফটওয়্যারের সেবা

দিতে পারেন তা নিয়েই অনলাইনে কর্মশালা করেছে বেসিস ও অ্যামাজিং সফট। তিন দিনের এই কর্মশালায় অংশ নেন ৪৬৩ জন পর্যটন ব্যবসায়ী ও প্রতিনিধি।

এ বিষয়ে বেসিসের সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির বলেন, 'বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে কী কী ধরনের তথ্য পরিবর্তন হচ্ছে তা আমাদের বিশেষভাবে জানতে হবে। এমনকি আমাদের সবাইকে ডিজিটালাইজেশনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই'

একই অভিমত জানিয়ে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব) সভাপতি মো: শাহাদাত হোসেন তসলিম বলেন, 'আমাদের মনে রাখতে হবে, পর্যটন বড় একটি শিল্প এবং অনেক বৈচিত্র্যময়। এর সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে হলে দরকার ডিজিটালাইজেশনের, যাকে কেন্দ্র করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মেনে কাজ করতে হবে।'

পর্যটনের জন্য ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) কাজ করবে বলে আশ্বাস দেন সংগঠনটির সভাপতি শমী কায়সার। তিনি বলেন, 'আমাদের পর্যটন শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে। বিশেষ করে আমাদের এভিয়েশন খাতের কার্গো সার্ভিস চালু করা প্রয়োজন, তাতে করে আমাদের কিছুটা হলেও লোকসানের পরিমাণ কমে আসবে। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটনকে আরও তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে।'

আলোচক ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তথ্য ও প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য জানার চেষ্টা করেন। অতিথি হিসেবে আলোচনা ও দিকনির্দেশনা দেন বেসিসের সহ-সভাপতি ফারহানা রহমান, পরিচালক রাশেদ কবির, চেয়ারম্যান (স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিজিটাল মার্কেটিং) রিসালাত সিদ্দিক, অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্ট অব বাংলাদেশের (আটাব) সভাপতি মনসুর আহমেদ কালাম, প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল এজেন্সির (পাটা) বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সাধারণ সম্পাদক তৌফিক রহমান।

১৬ মে পর্যটন ব্যবসায় ডিজিটাল মার্কেটিং, ১৯ মে পর্যটনে ব্যবসায় ই-কমার্সের সম্ভাব্যতা এবং ২২ মে অনুষ্ঠিত কর্মশালার বিষয়বস্তু ছিল পর্যটনে ব্যবসায় সফটওয়্যারের ব্যবহার। পুরো কর্মশালার মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অ্যামেজিং সফট ও অ্যামেজিং ট্যুরসের সিইও মো: মহসীন ইকবাল

চার ঘণ্টায় স্মার্টফোন ফ্রি হোম ডেলিভারি!

ঢাকার গ্রাহকদের সর্বোচ্চ ৪ ঘণ্টার মধ্যে 'ফ্রি হোম ডেলিভারি' সুবিধা চালু করেছে শাওমির স্মার্টফোন এবং এক্সেসরিজের এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড রিটেইল চেইন ডিএক্স টেল (www.dx.com.bd/shop)। 'ডিএক্স-প্রেস ডেলিভারি' নামের এই

সেবাটি সারা দেশের জন্য চালু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী দেওয়ান কানন বলেন, করোনাভাইরাসের এই সময়ে ক্রেতাদের সুরক্ষা এবং চাহিদার কথা ভেবে আমরা এই 'ডি এক্সপ্রেস ডেলিভারি' ক্যাম্পেইনটি চালু করেছি। ক্রেতারা বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে তাদের পছন্দের শাওমি স্মার্টফোন অর্ডার করতে পারবেন। ফোন পেতে কোনো ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে না। আর রাজধানী ঢাকার গ্রাহকদের জন্য চার ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারি সুবিধা পেতে অর্ডার দিতে হবে প্রতিদিন দুপুর ১২টার মধ্যে

দুর্বল হচ্ছে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, বন্ধ হতে পারে মোবাইল সেবা ও স্যাটেলাইট!

একের পর এক বিপর্যয় দেখছে গোটা বিশ্ব। ২০২০ শুরু না হতেই করোনার প্রকোপ। ফের যেন বিশ্বের কপালে চিন্তার ভাঁজ। না, এবার কোনো রোগ নয়; বরং তার থেকেও যেন আরও বেশি ভয়ানক খবর শোনাল ইউরোপিয়ান স্পেশ এজেন্সি ও তাদের তোলা কিছু স্যাটেলাইট ছবি। সেই ছবি ও তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, দুর্বল হয়ে আসছে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র– যার ফল ভয়াবহ।

বিজ্ঞানীরা জানালেন, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এমন এক ধরনের চৌম্বক ক্ষেত্র,

যা পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ থেকে শুরু করে মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূপৃষ্ঠে এর আয়তন ২৫ থেকে ৬৫ মাইক্রোটেসলা। এই শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণেই মহাবিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি ধরনের মহাজাগতিক রশ্মি থেকে রক্ষা পাচ্ছে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র যদি কোনো দিন শূন্য হয়ে যায় তাহলে এ গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থাকাটাই কঠিন হবে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চৌম্বক ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে, যা বেশ দুশ্চিন্তার।

গবেষকদের ধারণা ভূচৌম্বক ক্ষেত্র দুর্বল হয়ে যাওয়া পৃথিবীর মেরুর পরিবর্তনের লক্ষণ হতে পারে। গোলমাল হতে পারে ম্যাগনেটিক নর্থ ও ম্যাগনেটিক সাউথের। আজ থেকে ৭ লাখ ৮০ হাজার বছর আগেও একইভাবে একবার পৃথিবীর মেরু পরিবর্তন ঘটেছিল।

বিজ্ঞানীদের কথায়, প্রাথমিকভাবে মোবাইল, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট কাজ করা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে মানবসভ্যতা। তবে আশার আলো একটাই, এই ঘটনা ঘটতে লাগবে বহু বছর। একদিনে এটা হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই

কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লেকাচারার নুসরাত মেহজাবিন এর ICCE 2020তে প্রথম স্থান অর্জন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাস শহরে ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE 2020) অংশ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্বাচিত ৩০ জন প্রতিযোগী নিজ নিজ গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন। বিচারক প্যানেল দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, তাইওয়ান ও কানাডার ৫টি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে। তম্মধ্যে কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত নুসরাত মেহজাবিন (nusratm@ece.ubc.ca) Gi উপস্থাপিত "SSIM Assisted Pseudo-sequence-based Prediction Structure for Light Field" প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছে। গত ২৪মে তারিখ আয়োজকদের পক্ষে Konstantin Glasman Chair, Video/ Multimedia Committee IEEE Consumer Electronics Society IBC2020 এক ইমেইল বার্তায় এই পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই পুরস্কারের কারণে অন্যান্য স্বীকৃতির সাথে নুসরাত মেহজাবীন আয়োজিত আগামী EEI C1C2 বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হবেন। বৃটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৮ মে ২০২০ তারিখ তাঁকে নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ একাডেমিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় ''প্রেসিডেন্ট'স একাডেমিক এক্সিলেন্স ইনিসিয়েটিভ পিএইচডি এওয়ার্ড" প্রদান করেছেন। নুসরাত মেহজাবীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে লেকাচারার, যিনি বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে কানাডার বৃটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত। নুসরাত মেহজাবীনসহ সকল প্রতিযোগীর ভিডিও গুলো https://www.youtube.com/playlist?list=PLcS-HUwSHpFrUzEsqIEodiB1uFp7X6Rz4 দেখা যাবে

আরেকটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সন্ধান

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) মৎস্য ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন দেশের উপকূলীয়

অঞ্চল থেকে একের পর এক নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করে চলেছেন। এবার নোয়াখালীর হাতিয়া উপকূলের জলাভূমি থেকে 'গ্লাইসেরা শেখমুজিবি' (Glycera sheikhmujibi) নামে আরেকটি নতুন পলিকীট প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন। তার এই সাফল্য যাত্রায় গবেষণার সঙ্গী ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান মিউজিয়াম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পলিকীট বিজ্ঞানী ড. প্যাট হ্যাচিংস।

গবেষক দলের অন্যতম নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. বেলাল জানান, বাংলাদেশের পলিকীট জীববৈচিত্র্য নিয়ে তিনি গত পাঁচ বছর পৃথিবীর বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান মিউজিয়াম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ড. প্যাট হ্যাচিংয়ের সাথে তিনি যৌথভাবে গবেষণা করছেন

এশিয়া প্যাসিফিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশে হুয়াওয়ের বিশেষ প্রোগ্রাম

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে সম্প্রতি এক অনলাইন সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের এশিয়া প্যাসিফিক পার্টনার অ্যাসেন্ড প্রোগ্রাম চালু করেছে। এ প্রোগ্রামের লক্ষ্য হচ্ছে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলকে আরও ডিজিটাল ও ইন্টেলিজেন্ট করতে একটি উদ্ভাবনী ও টেকসই এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ইকোসিস্টেম তৈরি করা।

হুয়াওয়ে আয়োজিত 'অ্যাসেন্ড টু পারভেসিভ ইন্টেলিজেন্স' প্রতিপাদ্যের এ অনলাইন সম্মেলনে সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, এ খাতের বিশেষজ্ঞগণ এবং অ্যাকাডেমিক স্কলার অংশ নিয়ে এআই নিয়ে তাদের সাফল্যের গল্প এবং এ খাত সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণগুলো তুলে ধরেন।

সামিটে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়া এশিয়া প্যাসিফিক অ্যাসেন্ড প্রোগ্রামটি তিনটি সাব-প্রোগ্রাম নিয়ে গঠিত।

এই প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে হুয়াওয়ে ও এর অংশীদাররা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করবে। এ নিয়ে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের বিজনেস অ্যানালিটিক্স সেন্টারের ডেপুটি ডিরেক্টর হুয়াং ঝিইয়ং বলেন, 'এআই'র এ যুগে, গবেষণা ও প্রতিভা বিকাশে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর ও হুয়াওয়ের মধ্যকার কৌশলগত অংশীদারিত্ব সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।'

এ প্রোগ্রামটি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোতে অ্যাসেন্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করে এআই উদ্ভাবন সক্ষমতা বাড়াতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কারিগরি সহায়তাদান করবে। এছাড়াও, হুয়াওয়ে এ খাতের সর্বোত্তম অনুশীলনীগুলো নিয়েও তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরবে এবং এআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ডসের মতো নীতি সংক্রান্ত বিষয়েও সহযোগিতা করবে।

সর্বোপরি, আমাদের প্রত্যাশা ডিজিটাল অসাম্য দূর করা এবং শীঘ্রই যুথবদ্ধভাবে সাফল্য অর্জন। আমাদের সমন্বিত 'কানেক্টিভিটি + কম্পিউটিং+ ক্লাউড সিনার্জি' ব্যবহার করে আমরা আমাদের অংশীদারদের কনটেন্ট, অ্যাপিকেশন ও অ্যালগরিদমের জন্য বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, স্বয়ংক্রিয়, তথ্যভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম সহায়তা দিতে পারবো। আমরা সবাই মিলে একটি প্রবৃদ্ধিশীল ইকোসিস্টেম নির্মাণ করে পুরোপুরি কানেক্টেড ও ইন্টেলিজেন্ট বিশ্বের সূচনা করবো'